সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

পূর্বানুমতিপ্রাপ্ত কলেজের ছাত্রীরা কি উপবৃত্তি পাবে না?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাদের দেশে নারীশিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানান কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের ঝরেপড়া এবং অপ্রাপ্ত বয়সে মেয়েদের বিবাহ বন্ধ করে মেয়েদের এবং তাদের অভিভাবকদের নারীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য কিছুদিন থেকে পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের উপবৃত্তির টাকা প্রদান করছে। এর সুফল হিসেবে বিগত কয়েক বছরে নারীশিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই সূত্র ধরে এ বছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ পদক্ষেপ নারীশিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। অতি সম্প্রতি এফএসএসএপি হতে প্রাপ্ত পত্রে আমরা জানতে পারলাম উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যেসব কলেজ শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক 'একাডেমিক স্বীকৃতি' পেয়েছে সেসব কলেজের মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, নতুন প্রতিষ্ঠিত যেসব কলেজ এখন পর্যন্ত 'একাডেমিক স্বীকৃতি' পায়নি কিন্তু বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত 'পূর্বানুমতি' পেয়ে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে সেসব কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা এই উপবৃত্তি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। যেহেতু শিক্ষাবোর্ড এসব কলেজকে ছাত্রী ভর্তি ও কলেজের কার্যক্রম চালানোর অনুমতি প্রদান করেছে, কাজেই সেসব কলেজে অনেক ছাত্রী ভর্তি হয়ে তাদের পাঠ্যক্রম চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় 'একাডেমিক স্বীকৃতি'প্রাপ্ত কলেজের ছাত্রীরা উপবৃত্তির টাকা পাবে অথচ 'পূর্বানুমতি'প্রাপ্ত কলেজের ছাত্রীরা পাবে না, এ বিষয়টি তাদের হতাশ করেছে। আমরা আরও উদ্বিগ্ন যে আগামী সেশনে আমাদের মতো 'পূর্বানুমতি'প্রাপ্ত কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় ছাত্রী ভর্তি হবে না। এর ফলে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলো প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হবে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত কলেজগুলোতে দেখা গেছে, তাদের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রী। ভৌগোলিক কারণে ছাত্ররা দূরের কলেজে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা চালাতে সমর্থ হলেও এসব অঞ্চলের মেয়েরা প্রায়ই দূরের কলেজে যেতে অনিচ্ছুক এবং অভিভাবকরাও তাদের মেয়েদের নিকটস্থ কলেজে ভর্তি করান। ইতিপূর্বে দেখা গেছে, অনেক অভিভাবকই যাতায়াতের অসুবিধা ও নিরাপত্তার অভাবে তাদের মেয়েদের পড়ালেখা মাধ্যমিক পর্যায়েই সমাপ্ত করেছেন। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের কলেজের মত কলেজ স্থাপিত হওয়ায় ঐসব এলাকায় নারীশিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য সৃষ্টি হলে আমাদের কলেজের মতো কলেজগুলো যেমন সমস্যার সম্মুখীন হবে তেমনিভাবে নারীশিক্ষার অগ্রগতিও বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে উপবৃত্তির সুযোগপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর ন্যূনতম যোগ্যতা 'পূর্বানুমতি'প্রাপ্ত। এর ফলে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুলেও পর্যাপ্তসংখ্যক ছাত্রী ভর্তি হয়ে তাদের শিক্ষার কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালাচ্ছে। কিন্তু এবারই প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে উপবৃত্তি দেবার প্রচলন হচ্ছে তাতে উপবৃত্তি পাবার জন্য কলেজগুলোর ন্যূনতম যোগ্যতা 'একাডেমিক স্বীকৃতি' বলে নিয়ম করা হয়েছে। স্কুল ও কলেজের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ দু'টি ভিন্ন নিয়ম বৈষম্যমূলক বলে আমাদের মনে হয়েছে। এমতাবস্থায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এ নিয়মটি পর্যালোচনা করে উপবৃত্তি প্রদানের নিয়মকে সহজ করার জন্য আমরা বিনীত আবেদন করছি। এক্ষেত্রে স্কুলগুলোর মতো করে উপবৃত্তিপ্রাপ্তির ন্যূনতম যোগ্যতা 'পূর্বানুমতি'প্রাপ্তিকে করা যেতে পারে। নতুন প্রতিষ্ঠিত এবং 'পূর্বানুমতি'প্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় এবং এরূপ কলেজগুলোর কোন সংগঠন না থাকায় ব্যাপারটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এরূপ কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট এবং শিক্ষানুরাগী সুধী সমাজ ও সংবাদপত্র মাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করছি।

–অধ্যক্ষ, প্রভাষকবৃন্দ ও ছাত্রীবৃন্দ,
দইখাওয়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়,
দইখাওয়া, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

MAY 2002